তারিখ 24 OCT 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

দৈনিক ইত্তেফাক

13

মেডিকেল শিক্ষা ও প্রশাসনে গুরুতর সংকট

আবুল খায়ের ।। চলতি বৎসরের শেষ ভাগে মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ও হাসপাতাল প্রশাসনসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রশাসন হইতে বেশ কিছু সংখ্যক প্রবীণ ও পদস্থ কর্মকর্তা অবসর গ্রহণ করিলে এক অভাবিত শূন্যতা দেখা দিবে। স্বাস্থ্য বিভাগের উর্ধ্বতন মহল ইহাকে "মন্ত্রণালয়ের ভুলের মাশুল" হিসাবে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, ইহার ফলে মেডিকেল

(২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

মেডিকেল শিক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

শিক্ষা ও চিকিৎসায় গুরুতর সংকট দেখা দিতে বাধ্য। এ পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণের জন্য অযোগ্যরা যখন সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, তখনও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নির্বিকার। ইতিমধ্যে একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও অভিজ্ঞ পরিচালক চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং এখন প্রতি মাসে ২/১জন করিয়া অধ্যাপক ও পরিচালক চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। চলতি দায়িত্ব না দিয়া চিকিৎসকদের নিয়মিতভাবে পদোন্নতি দিলে এবং পদোন্নতি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মনীতি সঠিকভাবে মানা হইলে এই সমস্যা হইত না বলিয়া অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণ অভিমত পোষণ করেন। ৬৪টি জেলায় দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়মিত কোন সিভিল সার্জন নাই। তবে চলতি দায়িত্বে নিয়োজিত সিভিল সার্জনদের নিয়মিতকরণের প্রক্রিয়া চলিতেছে। গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত নিয়মিতকরণের কোন আদেশ জারি করা হয় নাই। দীর্ঘদিন ধরিয়া মেডিকেল কলেজ সমূহে নিয়মিত কোন প্রিন্সিপ্যাল ও ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল নাই। ইহা ছাড়া অনেক চিকিৎসক চলতি দায়িত্বে রহিয়াছেন। অনেকে চলতি দায়িত্বে থাকিয়া চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। চিকিৎসকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা ও জটিলতা রহিয়াছে, উহা নিয়া চিকিৎসকদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করিতেছে। এই অবস্থার ফলে চিকিৎসকদের দায়িত্ব পালনে উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে। মেডিকেল কলেজসমূহে বহুদিন যাবৎ প্রায় ৯০টি শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও ছাত্রদের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম। বিশেষ করিয়া নতুন ৫টি মেডিকেল কলেজে শিক্ষকের অভাব প্রকট এবং পাশাপাশি শিক্ষা উপকরণেরও অভাব রহিয়াছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাসহ বিভিন্ন বিদেশী সংস্থায় ফেলোশীপের নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে গিয়া অযোগ্যতা ও ইংরেজীতে ভালভাবে কথা বলিতে না পারার কারণে বেশীর ভাগ ডাক্তার বাদ পড়িয়া যান। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা এই সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। অপরদিকে অনেক তরুণ মেধাবী ডাক্তার সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতার কারণে তাঁহাদের কার্যক্রম সঠিকভাবে কাজে লাগাইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার।

বিশেষ করিয়া মহিলা ডাক্তাররা বেশী হয়রানির শিকার হইতেছে। সম্প্রতি নগরীর একটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালক একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত একজন মহিলা ডাক্তারকে বেলা আড়াইটার পর দেখা করার জন্য বলেন। এইভাবে তিনদিন উক্ত মহিলা ডাক্তার পরিচালকের কক্ষে গিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকার পর পরিচালক পরে দেখা করার কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দেন। ৪র্থ দিন মহিলা ডাক্তার পরিচালকের কক্ষে একই সময় উপস্থিত হইয়া বলেন, স্যার আপনি কেন আমাকে ডাকেন। ইহার পর পরিচালক মহিলা ডাক্তারকে জানান যে, আপনার সঙ্গে নিরিবিলি কথা আছে। মহিলা ডাক্তার পরিচালকের এই বিষয়টি কোনভাবে মানিয়া নিতে পারেন নাই। পরে তিনি পরিচালকের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসেন। ইহার পর পরিচালক এই মহিলা ডাক্তারকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করিতে থাকেন। পরিচালকের এই ধরনের হয়রানির কারণে মহিলা ডাক্তার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হইয়া পড়েন। পূর্বে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে থাকাকালে এই মহিলা ডাক্তারকে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক একইভাবে হয়রানি করেন। এমনকি তাঁহাকে উচ্চশিক্ষার জন্য ফেলোশীপে মন্ত্রণালয় হইতে নির্বাচিত করা হইলেও পরে উক্ত পরিচালক প্রভাব খাটাইয়া মহিলা ডাক্তারের নাম ফেলোশীপ হইতে বাদ দিয়া দেন। এই মহিলা ডাক্তার এমবিবিএস-এ অনার্স পাইয়া পাস করিয়াছেন। এমবিবিএস-এ অনার্স পাওয়ার ঘটনা খুবই কম। মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরেও মহিলা ডাক্তাররা একই ধরনের হয়রানির শিকার হন। এই ধরনের আরও কয়েকটি অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক বলেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিদেশে যেই ধরনের শিক্ষা দেয়, এই দেশেও একই ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে সুযোগ-সুবিধার অভাবে চিকিৎসকরা তাঁহাদের মেধা কাজে লাগাইতে পারিতেছেন না। ফলে অনেক লোক প্রতি বছর ভাল চিকিৎসার জন্য বিদেশে যান। ইহা এই দেশের জন্য লজ্জাজনক ব্যাপার।

অনেক ডাক্তার দীর্ঘদিন যাবৎ চলতি দায়িত্বে সহকারী অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের বেশীরভাগের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী না থাকায় নিয়মিতকরণ করিয়া পরে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি দেওয়া সম্ভব হইতেছে না বলিয়া সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা জানান। এই কর্মকর্তার মতে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রের তরুণ ডাক্তারদের সুযোগ দিলে আজ এই সমস্যা হইত না। স্পেশালাইজড ইউনিটগুলিতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের অভাব অনেক। এইজন্য বিভাগীয় প্রধান ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন দায়ী। বিভাগীয় প্রধান বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তৈরীর জন্য তেমন উৎসাহিত হন না এবং অপরদিকে প্রশাসন হইতে উদ্যোগ নেয় নাই। এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নুরুন্নবী বলেন, সঠিক সময় সঠিক কাজ করিলে স্বাস্থ্য সার্ভিসে শিক্ষক ও প্রশাসন লাইনের কর্মকর্তাদের এই সমস্যা হইত না। স্বাস্থ্য উপমন্ত্রী সিরাজুল হক সম্প্রতি লণ্ডন সফরে গিয়া সেদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে পরিদর্শনে যান এবং হাসপাতালগুলিতে কর্মরত বাংলাদেশী ডাক্তারদের কাজের অভিজ্ঞতা দেখিয়া মন্ত্রী বিস্মিত হন। এই সকল অভিজ্ঞ ডাক্তার এই দেশে আসিয়া কাজ করিতে আগ্রহী। লণ্ডন বিএমএ শাখার সঙ্গে মন্ত্রী আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। এই অভিজ্ঞ ডাক্তারদের বাংলাদেশে সরাসরি নিয়োগদানের ব্যবস্থা করিলে শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হইবে বলিয়া স্বাস্থ্য উপমন্ত্রী অভিমত পোষণ করেন।

বদলির আদেশে ক্ষোভ

স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক এমএ কাদেরী ও মহাসচিব ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, বিপুল সংখ্যক সিনিয়র ও জুনিয়র কনসালটেন্ট পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের জেলা হাসপাতালে প্রেষণে থাকা অবস্থায় মাত্র তিনদিনের নোটিসে থানা হেলথ কমপ্লেক্সে বদলি করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, থানা হেলথ কমপ্লেক্সগুলিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা নাই। এই ক্ষেত্রে জেলা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের থানা হেলথ কমপ্লেক্সে বদলির এই আদেশ উদ্দেশ্যপূর্ণ ও শাস্তিমূলক বলিয়া নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন। তাঁহারা অবিলম্বে এই আদেশ প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।